দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ... AUG. 23 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

20

নড়াইলে জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের প্রতিবাদ সভা

মাদ্রাসা শিক্ষার ওপর সরকারের নগ্ন হস্তক্ষেপ নজিরবিহীন

নড়াইল জেলা সংবাদদাতা ঃ বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন নড়াইল জেলা শাখা নেতবৃন্দ ইসলামী শিক্ষা সংকোচন ও মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের সরকারী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ সমাবেশে বলেছেন, বর্তমান সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার ওপর যে নগ্ন হস্তক্ষেপ শুরু করেছে তা নজিরবিহীন। সরকার উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে আরবী ও ইসলামী শিক্ষাকে ৪র্থ বিষয় হিসেবে গ্রহণ করতে না দেয়া, কতিপয় অনার্স বিষয়ে আরবী ও ইসলামী শিক্ষাকে সাবসিডিয়ারি বিষয় থেকে বাদ দেয়া, উক্ত বিষয়ের কলেজ শিক্ষকদের মধ্যেই পদোন্নতির সুযোগ সীমিত রাখাসহ আরও কর্মকাণ্ডের দ্বারা মনে হয় ইসলামী শিক্ষাকেই সঙ্কুচিত করার ষড়যন্ত্র করছে।

স্থানীয় ইসলামী শিক্ষার অন্যতম শিক্ষাপীঠ শাহাবাদ মাজিদীয়া আলিয়া মাদ্রাসা অঙ্গনে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রতিবাদ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন উক্ত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আলহাজ হযরত মাওলানা এবিএম আবদুর রব। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে যশোর আঞ্চলিক জমিয়াতুল মোদার্রেছীন ও বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট্রের সভাপতি মাওলানা মোঃ নূরুল ইসলাম, জমিয়ত সদস্য ও ট্রাস্ট্রের সেক্রেটারি মাওলানা মোঃ সাখাওয়াত হোসেন। বক্তৃতা করেন মাওলানা মোঃ ইবরাহিম, মাওলানা মোঃ রুহুল আমীন, মাওলানা মোঃ আশরাফ আলী; মাওলানা মোঃ বদরুজ্জামান প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, কোন পূর্ব নোটিশ ছাড়া ইউএনও'র নেতৃত্বে গঠিত টিমের পরিদর্শন রিপোর্টের ভিত্তিতে ২শ' ৫১টি মাদ্রাসার মঞ্জুরী প্রত্যাহার ও অনুদান বন্ধের আদেশ দেয়া হয়েছে অথচ ঐ ধরনের টিম দ্বারা কোন স্কুল-কলেজ পরিদর্শন করায়নি। বক্তাগণ মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি সরকারী বৈষম্যের সমালোচনা করে বলেন, ইতোপূর্বে সরকারী গেজেটের মাধ্যমে মাদ্রাসার দাখিলকে এসএসসি, আলিমকে উচ্চ মাধ্যমিক, ফাজিলকে স্নাতক, কামিলকে স্নাতকোত্তর সমান দিলেও একজন ফাজিল পাস ছাত্রকে বিসিএস-এ অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছে। এমনকি ফাজিল পাস ছাত্রকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর মাস্টার্সে অংশ নিতেও পারছে না। অথচ স্নাতক শ্রেণীর একই বাংলা, ইংরেজী, ফাজিল শ্রেণীতেও পাঠ্য এবং ফাজিল শ্রেণীতে ১১শ' নম্বরের পরীক্ষা দিতে হয়। বক্তাগণ আলিম ও ফাজিল মাদ্রাসার প্রধানদের সুপার আখ্যায়িত করা ও ৯টা-৫টা সময়সূচীকে অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত বলে এর সমালোচনা করেন এবং এ সকল আদেশ প্রত্যাহারের দাবী জানান।

সমাবেশে বিপুলসংখ্যক মাদ্রাসা শিক্ষক ও কর্মচারীর উপস্থিতিতে কণ্ঠধ্বনির মাধ্যমে শপথ নেয়া হয় যে, ইসলামী ও মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র রুখতে হবে। ডঃ কুদরতি খুদা কমিশন রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রণীত শিক্ষানীতি বাতিলসহ মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য পৃথক অধিদফতর স্থাপন, বিসিএসসহ শিক্ষাবৃত্তি চালুকরণ, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে এফিলিয়েটিং ক্ষমতা প্রদান, মঞ্জুরীপ্রাপ্ত সকল এবতেদায়ী মাদ্রাসাকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় সুযোগ-সুবিধা প্রদান, পৃথক টেক্সট বুক বোর্ড প্রতিষ্ঠা, শিক্ষক-কর্মচারীদের ১শ' ভাগ বেতন-ভাতা প্রদান, সমতার ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্পভুক্তকরণ, দেশের প্রতিটি বিভাগে একটি করে মাদ্রাসা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ স্থাপন এবং মাদ্রাসা শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন করার উদ্দেশ্যে পাঠ্যসূচীর সময়োপযোগী পরিবর্তনসহ অন্যান্য সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে বাস্তবানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

উল্লেখ্য, সমাবেশের শেষ পর্যায়ে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট্রের নিয়মানুযায়ী স্বাগতিক মাদ্রাসার সহ-অধ্যাপক মৃত বিমলকৃষ্ণ বিশ্বাসের পুত্র দেবাশীষ বিশ্বাসকে কল্যাণ তহবিল থেকে ৩৬ হাজার টাকার চেক প্রদান করেন ট্রাস্ট্রের সভাপতি ও জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের আঞ্চলিক শাখার সভাপতি মাওলানা মোঃ নূরুল ইসলাম।